International Labour Organization

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য
রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি)

২০১৩ সালের এপ্রিলে রানা প্লাজা ধ্বসের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সকল রপ্তানিমুখী পোশাক কারখানার কাঠামোগত, অগ্নি এবং বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার অবিলম্বে পরিদর্শন অগ্রাধিকার পায়।

বাংলাদেশ অ্যাকর্ড অন ফায়ার অ্যান্ড বিল্ডিং সেফটি (অ্যাকর্ড) ও অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কার সেফটি (অ্যালায়েন্স) নামক দুইটি ক্রেতা জোট তাদের সদস্যদের সরবরাহকারী কারখানাগুলো পরিদর্শন করে। অবশিষ্ট কারখানাগুলোর মূল্যায়ন করা হয় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) দ্বারা সমর্থিত একটি জাতীয় উদ্যোগ (ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ) এর মাধ্যমে যার অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্য সরকার।

২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিদর্শন সমাপ্ত হওয়ার পর কারখানাগুলোর সংস্কারকাজের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনগুলোতে উল্লিখিত সুপারিশ এবং সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) অনুযায়ী কারখানা মালিকদের এখন সংস্কারকাজ সম্পন্ন করতে হবে। ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) নামক একটি সংস্কারকাজ সমন্বয় কেন্দ্র ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ-এর অধীনস্থ পোশাক কারখানাগুলোতে সংস্কারকাজ সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা যাচাই করছে।

আরসিসি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করবার একটি প্রধান ধাপ হলো আরসিসি।

আরসিসির মাধ্যমে নিরাপত্তা সংক্রান্ত সংস্কারকাজের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হবে এবং দীর্ঘমেয়াদে সকল শিল্পখাত এর দ্বারা উপকৃত হবে।

এছাড়াও আরসিসি জাতীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহের দক্ষতা এবং তাদের মাঝে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে অবদান রাখছে।

অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অনুপস্থিতিতে আরসিসি শিল্পখাতে কর্মনিরাপত্তারও তদারকি করবে।

আরসিসিতে কারা আছেন?

আরসিসিতে কর্মরত আছেন বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধিরা:

- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
- রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
- PWD — গণপূর্ত অধিদপ্তর
- বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এর দপ্তর
- চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

প্রাথমিকভাবে সংস্কারকাজ ফলোআপ করতে তাদের প্রযুক্তিগত সহায়তা দিচ্ছেন বেসরকারি খাতের প্রকৌশলীরা।

আরসিসির উদ্দেশ্য

দীর্ঘমেয়াদে আরসিসি একটি শিল্প নিরাপত্তা ইউনিটে রূপান্তরিত হবে এবং ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে।

ব্যবসা উদ্যোক্তারা কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল লাইসেন্স এই ওয়ান স্টপ সেবাকেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একই সাথে আরো কার্যকর, স্বচ্ছ ও উন্নত বিনিয়োগ পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখবে আরসিসি।

এর ফলে দেশের সকল শিল্পখাত ও এতে নিযুক্ত কর্মীরা উপকৃত হবেন।

আরসিসির অংশীদার

বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে এবং বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) ও বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফেকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিকেএমইএ)-এর সহযোগিতায়, ট্রেড ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এবং আইএলও'র প্রযুক্তিগত সহায়তায় আরসিসি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর অর্থায়ন করেছে কানাডা, নেদারল্যান্ডস এবং যুক্তরাজ্য সরকার।

আরসিসির কার্যক্রম

আরসিসি একটি অস্থায়ী প্রতিষ্ঠান যা ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ-এর অধীনস্থ তৈরি পোশাক কারখানাগুলোতে পরিচালিত সংস্কারকাজের তত্ত্বাবধান করছে।

ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ পরিদর্শন করেছে এমন কারখানাগুলোতে সংশোধনমূলক কর্মপরিকল্পনা (ক্যাপ) ও ভবনের বিস্তারিত কারিগরি মূল্যায়ন (ডিইএ) বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিরীক্ষণ করছে আরসিসি।

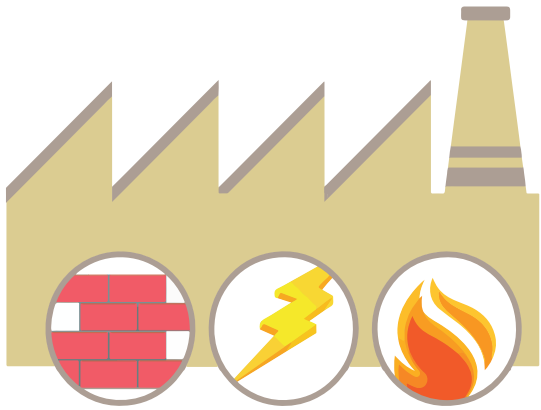

আরসিসি অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ে সহায়তা করবে এবং একটি টেকসই শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারী কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে।

আরো তথ্যের জন্য: http://rcc.dife.gov.bd

Canada

Kingdom of the Netherlands

UKaid
from the British people